# ফিরে দেখা ক্যাম্পাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

গত ১৪ নভেম্বর ২০১০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালুমনাই এসোসিয়েশন সিডনী, আয়োজন করেছিল প্রথম পূর্ণমিলন ও বারবিকিউ। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পারিবারিক শাসন আর নিষেধের মাঝে বেড়ে উঠা কিশোর কিশোরীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অর্জন আমাদের সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। সেই স্মৃতিভেসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সপরিবারে একত্রিত হয়েছিল চিপিংনটনের সবুজ চত্তরে, মতিহারকে কাছে পেতে। উদ্দাম আর উচ্ছাসে ভরা এডহক কমিটির উচ্ছল সদস্যদের আপ্যায়ন আর আয়োজন ছিল আন্তরিক। দেড় শতাধিক আপ্যায়িত মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিল সারাটা বেলা। আলাপচারিতা ও স্মৃতি রোমন্থনে মূহুর্তের জন্য সবাই হারিয়ে গিয়েছিল ফেলে আসা উজ্জ্বল রঙ্গীন দিনগুলিতে। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় / ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়। মনের কথা প্রকাশ করতে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের কাছেই বার বার ফিরে আসতে হয়। ভুলে যাওয়া ভুলে থাকা ছবিগুলো সেই দুপুরে মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল একের পর এক।

রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন নাই তাদের এসোসিয়েশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.ruaaa.org মাধ্যমে সদস্য হওয়ার আমন্ত্রন জানানো হয়। উপস্থিত সবার সম্মতিতে এডহক কমিটিকে সদস্য সংগ্রহ, ব্যাংক একাউন্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালুমনাই এসোসিয়েশনের সংবিধানের এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সংবিধান তৈরি করা, ফেয়ার ট্রেডিংয়ে রেজিস্ট্রেশন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

এডহক কমিটির পক্ষে জনাব ওবায়দুর রহমান সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সদস্য সংগ্রহের পর সাধারণ সভার মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান রেজিষ্ট্রাড সদস্যদের নাম ঠিকানা এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে সংরক্ষন করা হবে। রেজিষ্ট্রেশন ফি $50 ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি জমা করার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রন জানান। ডঃ আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিচারন এবং এসোসিয়েশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন । এরপর জনাব ওবায়দুর রহমান অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ঘরে ফেরার পথে মনের কোণায় মূহুর্তের জন্য বেজে উঠেছিল সেই প্রাণের গান, দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না / সেই যে আমার নানা রঙয়ের দিনগুলো। আগামী অনুষ্ঠান আরো বর্ণময় হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।